# سورة القريش

# সূরা কোরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿۴﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কোরায়শের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরায়শের আসক্তির কারণে, তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের আসক্তির কারণে। ( এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় ) অতএব তারা যেন অবশ্যই ইবাদত করে এই ঘরের পালন-কর্তার, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেন।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর খিলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝ-খানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ—আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حرف لام-এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لام-এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে انا اهلكنا اصحاب الفيل অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কোরায়শদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ তোমরা কোরায়শদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে! কেউ কেউ বলেন ঃ এই لام-এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فليعبدوا -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরায়শদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সার কথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরায়শরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্য-শালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

**সমগ্র আরবে কোরায়শদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ** এ সূরায় আরও ইঙ্গিত আছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শগণ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ সব মানুষ কোরায়শের অনুগামী ভাল ও মন্দে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহ্র ওলীগণের অধিকাংশই কোরায়শের মধ্য থেকে হয়েছেন।---( মাযহারী )

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ---একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ-অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের

রিযিক দান করুন। আরও বলেছিলেনঃ يُجْبَى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ---অর্থাৎ বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রপিতামহ হাশিম কোরায়শকে ভিন্‌-দেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্ম-কালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহ্‌র খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কোরায়শের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দরিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ---নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কোরায়শকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুনটি উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ---সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরায়শকে এগুলো দান করেছিলেন। اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ্ তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশংকা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিয়ামত-সমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

আবুল হাসান কাযবিনী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্য সূরা কোরায়শের তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (র) বলেন---এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেন ঃ আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান্-জানা' বিপদাপদের সময় এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক বালামুসিবত দূর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ্ (র) আরও বলেন ঃ আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

---